সংবাদ

তারিখ ... 17.3.85 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 1 ...

014

সরকারী কলেজে শিক্ষকের অভাব

দেশের সরকারী কলেজগুলোতে আটশ'-র বেশী প্রভাষকের পদ খালি পড়ে আছে ৩/৪ বছর ধরে। কোন কোন কলেজে ১৪/১৫ জন প্রভাষকের পদ রয়েছে শূন্য। শিক্ষকের এ অভাবের কারণে কলেজগুলোতে লেখাপড়ার অবস্থা যে কি দাঁড়াচ্ছে তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে একজনও কম হলে সে কাজ হয় একেবারে বন্ধ থাকছে, নইলে অন্যদেরকে অতিরিক্ত খাটনি দিয়ে তা পূরণ করতে হচ্ছে। সেটাও বেশীদিন চলতে পারে না, বেশী সংখ্যক শূন্য পদের বেলায় তা অসম্ভব। কলেজগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে যে সেই অচলাবস্থা চলছে তা বলাই বাহুল্য। কেবল সরকারী কলেজগুলোতেই নয়, নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতার কারণে সরকারী স্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বহু শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। '৮১ সাল থেকে সরকারী কলেজগুলোতে সাড়ে ছ'শ' প্রভাষকের পদ শূন্য ছিল। গত বছরই শুধু এর ভেতরে দেড়শ' জনকে নতুন নিয়োজিত করা হয়। পদোন্নতির কারণে এরই মধ্যে অবশ্য আরো প্রভাষকের পদ শূন্য হয়ে তার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারের ওপরে। ডেমনেস্ট্রেটরদের পদোন্নতি দিয়ে এর মাত্র ১৩২টি পদ পূরণ হয়েছে। বাকীগুলো এখনও খালি। প্রশ্ন হলো, '৮১ সালে যে পদ খালি হয়েছে তা পূরণের উদ্যোগ ৩।৪ বছর পরে নেয়া হচ্ছে কেন?

গুরুত্বপূর্ণ এ পদগুলো দ্রুত পূরণ করা যেখানে প্রয়োজন সেখানে এ বিলম্বিত প্রক্রিয়ার কারণ কি? পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রভাষকের পদে নিযুক্তি দেয়া হয়। তাদের কাছে দেরীর খেসারত দিতে হচ্ছে কলেজগুলোকে। পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশনের প্রতি বছর লোক বাছাই করে নিযুক্তির ব্যবস্থা থাকলেও সে কাজটি তিন বছরেও যে হয়নি তার উল্লেখ প্রতিবেদনে রয়েছে। '৮১ সালের শূন্য পদে লোক নিয়োজিত হয়েছে তিন বছর পরে তা-ও মোট সংখ্যার মাত্র ছ'ভাগের এক ভাগ। কমিশনের বাছাই প্রক্রিয়াটা কি ত্বরান্বিত করা যায় না? কমিশন এখন নাকি কিছু লোক নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। চাহিদার কতটুকু তাতে পূরণ হবে সেটা এই সাথে জানার বিষয়। পদ্ধতিগত কোন জটিলতা না থাকলে লোক পাওয়ার খুব অসুবিধা হওয়ার কথা কি? বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে বলি। প্রয়োজনে এজন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। যোগ্যতার মাপকাঠি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক পাওয়ার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার দরকার রয়েছে। দীর্ঘকাল একটি পদে শূন্যতার ফলে শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যে সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর করে সময়ের মধ্য দিয়ে তার মানকে করতে হবে আরো উন্নত। এলক্ষ্যে অধিকতর যোগ্য প্রার্থী যাতে বেশী করে আগ্রহী হয় সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত হওয়া চাই। কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ পর্যায়ের একটি লোককে কি কাজ করতে হচ্ছে সেটা যাচাই হওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজন রয়েছে তার যোগ্য সুযোগ-সুবিধার। এছাড়া উপযুক্ত লোকের আশা করা যায় কি করে?